প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - তাহারাত বা পবিত্রতা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

১০২. কী কী কাজের পরে গোসল করা মুস্তাহাব?

১. মৃত ব্যক্তি গোসল দেওয়ার পর
আবু হোরায়রা (রা) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মাইয়্যেতকে গোসল দেয়, সে যেন এরপর নিজে গোসল করে নেয়।” (আবু দাউদ: ৩১৬১, আহমাদ- ২/২৮০)

২. বেহুশ হয়ে গেলে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর
একবার রাসূলুল্লাহ (স) হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি গোসল করে নিয়েছিলেন । (এ বিষয়ে দেখুন, বুখারী: ৬৮৭)।

৩. শিঙ্গা লাগানোর পর
আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) চারটি কাজে গোসল করতেন,
ক, বড় নাপাক হলে, খ. জুমু'আর দিনে, গ. শিঙ্গা লাগালে এবং ঘ. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে । (আবু দাউদ: ৩১৬০)।

গোসল সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু লজ্জাজনক কথা
মেয়েদের বয়স ১২ বা ১৩ এবং ছেলেদের বয়স ১৫ বা ১৬ বছরে উপনীত হলে তারা তখন বালেগ-বালেগা হয়। তখন তাদের মধ্যে দৈহিক পরিবর্তনসহ কিছু আলামত দেখা দেয় । যেমন, দাড়ি-গোফ উঠা, লজ্জাস্থানে চুল গজানো, মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি পাওয়া ও মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হওয়া, যৌন অনুভূতির উপলব্ধি ও স্বপ্নদোষ ইত্যাদি আরো অন্যান্য ব্যাপার। এসব বিষয়ে শরীআতের এমন কিছু মাসআলা-মাসাইল জড়িত, যা এ বয়সের প্রত্যেক মুসলিম বালক-বালিকার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোতে কেউ অজ্ঞ থেকে গেলে বড় ধরনের নাপাকীর মধ্যে থেকে যেতে পারে। ফলে তার নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত কবুল হবে না। এ থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মকে জ্ঞান দেওয়া একটি অপরিহার্য কর্তব্য। যদিও এসব বিষয়ে লেখা বা বলা অনেক ক্ষেত্রেই লজ্জাকর বিষয়। কিন্তু আল্লাহর বিধান মেনে চলার জন্য, হারাম ও অপবিত্রতা থেকে মুসলিম তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের হেফাযতের উদ্দেশ্যে একান্ত প্রয়োজন বিধায় এ জাতীয় কিছু মাসআলা এখানে তুলে ধরছি।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12839

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন